খুরুশকুল উপমা নারী কল্যান সংস্থা

পূর্ব হিন্দু পাড়া,খুরুশকুল, কক্সবাজার।

গঠনতন্ত্র

পূর্ব হিন্দু পাড়া,খুরুশকুল, কক্সবাজার ।

গঠনতন্ত্র

ধারা-০১ ঃ সংগঠনের নাম ঃ এই সংস্থার পূর্ব হিন্দু পাড়া,খুরুশকুল, কক্সবাজার হিসাবে পরিচালিত হবে এবং এই সংস্থার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের নিমিত্তে একটি বিকল্প নাম ব্যবহার করিতে পারিবে।

ধারা-০২ ঃ ঠিকানা ঃ পূর্ব হিন্দু পাড়া,খুরুশকুল, কক্সবাজার ।

ধারা-০৩ ঃ কার্য এলাকা ঃ কক্সবাজার জেলা ব্যাপী।

ধারা-০৪ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ খুরুশকুল উপমা নারী কল্যান সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে।

নিম্নরূপ ঃ

ক) এটি একটি অরাজনৈতিক বেসরকারী মহিলা সংস্থা এবং মহিলা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য এলাকার মহিলাদের মধ্যে একতা, বিশ্বাস ও মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালাবে।

খ) দারিদ্র নিরসনকল্পে বেকার ও অসহায় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা হবে।

গ) প্রশিক্ষিত মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডের সহিত সম্পৃক্ত করে তাদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সার্বিক সহায়তা করা হবে।

ঘ) মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অর্থ আয়কারী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঙ) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সংস্থার সদস্যগণ কর্তৃক কর্মমূখী শিশুদের শিক্ষা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

চ) মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ছ) মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কৃষি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, হস্তশিল্প / কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, নার্সারী ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক কর্মসুচী গ্রহণ ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

জ) চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যায়াম, খেলাধুলা, পাঠাগার স্থাপন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা।

ঝ) মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নারী নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার, যৌতুকপ্রথা, বাল্য বিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং প্রতিকারের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বন্যা, প্রাকৃতিক ও অন্য কোন দূর্যোগে মহিলা ও শিশুদের সাহায্য এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ঞ) বেগম রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা।

ট) নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

ঠ) সামাজিক অবক্ষয় রোধ ও মাদকাসক্তি পরিহারকল্পে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

ড) শারীরিক, মানবিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধী মহিলা ও শিশুদের পুনবার্সন এবং কল্যাণের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

ঢ) এইচআইভি / এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ণ) এসিড দগ্ধদের পূনর্বাসন এবং এসিড নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

সাধারণ সদস্যা পদ লাভের যোগ্যতা ঃ

১. প্রস্তাবিত কার্য এলাকায় বসবাসকারী ১৮ বছর বয়স্কা।

২. সদস্যা হওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক আবেদন পত্র অনুমোদনের পর সদস্যা পদ লাভ করবে।

৩. আবেদন পত্র মঞ্জুর হওয়ার পর ২০০/- টাকা ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে।

৪. বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের স্বার্থে অতিরিক্ত চাঁদা ধার্য্য করা হলে তাহা প্রদানে সচেষ্ট থাকিতে হবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।

ধারা- ০৫ঃ অযোগ্যতা ঃ

১. যদি কোন মহিলা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন বা যদি তার বয়স ১৮ বৎসরের কম হয়।
২. যদি কোন মহিলা বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হন কিংবা আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থি কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত আছেন বলে প্রমাণিত হন।
৩. আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।
৪. সংস্থা কর্তৃক ধার্য্যকৃত ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা প্রদান করতে সম্মত না হন।

ধারা-০৬ ঃ সদস্যাদের চাঁদার হার/সঞ্চয় ঃ

সদস্যাগণ ভর্তি ফি বাবদ ২০০/- টাকা প্রদান করতে হবে। এরূপ সদস্যাদের সাধারণ সদস্যা বলে বিবেচিত হবে। সকল সদস্যাদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে ৫০/- টাকা সঞ্চয় জমা প্রদান করতে হবে।

ধারা-০৭ ঃ সদস্যাদের শ্রেণী বিভাগ ঃ

সাধারণ সদস্যা ঃ ধারা ০৬ অনুসারে যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন মহিলা ২০০/- টাকা ভর্তি ফি এবং মাসিক নুন্যতম ৫০/- টাকা হারে সঞ্চয় প্রদান করিলে সাধারণ সদস্যা বলে গণ্য হবে।

ধারা-০৮ ঃ সদস্যাপদ বাতিল ও পুনরুদ্ধারের বিধি ঃ

ক) নিম্নলিখিত কারণে সংগঠনের সদস্যাপদ বাতিল হইতে পারে ঃ

১. যুক্তিসংগত কারণ ব্যাতীত যদি কোন সদস্যা পর পর ৫ (পাঁচ)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।
২. সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থি এবং গঠনতন্ত্রের বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন।
৩. যদি কোন সদস্যা বিনা কারণে পর পর ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত চাঁদা ও সঞ্চয় প্রদান না করেন।
৪. যদি মৃত্যু বরণ করেন।
৫. যে কোন অপরাধে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।
৬. মস্তিষ্ক বিকৃতি, উম্মাদ ও পাগল হন।

খ) সদস্যাপদ পুনরুদ্ধারের বিধিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. ধারা- ০৮ এর উপধারা (ক) ০১ এর কারণে সদস্যাপদ বাতিল হলে উপর্যুক্ত কারণ দর্শিয়ে পুনরায় সদস্যা পদের জন্য সভাপতি বরাবরে দরখাস্ত করণে কার্যকরী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যাপদ পুনরুদ্ধার করা যাবে। এই ক্ষেত্রে পুনঃ ভর্তি ফি ১০০/- টাকা প্রদান করতে হবে।

২. ধারা- ০৮ এর উপধারা (ক) ০৩ অনুসারে সদস্যাপদ বাতিল হলে কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা এবং উহার পুনরাবৃত্তি হবে না এ মর্মে লিখিত অঙ্গীকার করলে কার্যকরী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যাপদ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক যে কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হবে।

ধারা- ০৯ঃ বিভিন্ন প্রকার পরিষদের প্রকারভেদ, গঠনপ্রণালী ও কার্য সংক্রান্ত বিধি ঃ

সংগঠনের নিম্নলিখিত পরিষদ সমূহ থাকবে ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ ঃ সকল সাধারণ সদস্যাদের সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত এবং অনুমোদন ব্যাতীত কোন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হবে না এবং বাৎসরিক বাজেট সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যাতীত কার্যকরি বা বৈধ হবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদ যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যা পরবর্তী সাধারণ পরিষদ সভায় অবহিত করতে হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদ ঃ কার্যকরী পরিষদের সদস্যাদের ন্যুনতম ২০ বৎসর বয়স হতে হবে। সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সদস্যাদের ভোটে অথবা সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের সদস্যাদের মধ্যে হতে ০৯ (নয়) সদস্যা বিশিষ্ট এই পরিষদ গঠিত হবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।

উক্ত কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদ হিসাবে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কার্যাদি গঠনতন্ত্রের বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করবে।

সংগঠনের সকল কর্মকান্ড এই পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হবে। এই পরিষদকে সাধারণ পরিষদের নিকট সকল কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

সংস্থার ০৯ সদস্যা বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
১.	সভাপতি	০১ জন
২.	সহ-সভাপতি	০১ জন
৩.	সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৪.	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১ জন
৫.	কোষাধ্যক্ষা	০১ জন
৬.	সদস্য	০৪ জন

গ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ সংগঠনের উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে উপদেশ, পরামর্শ ও সংকট সমাধানের জন্য একজন উপদেষ্টা থাকবেন।

ধারা- ১০ঃ বিভিন্ন পরিষদের মেয়াদ ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ ঃ সংগঠন যতদিন টিকে থাকবে এই পরিষদের মেয়াদ ততদিন থাকবে।

খ) কার্যকরী পরিষদ ঃ কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ হবে অনুর্ধ ০২ (দুই) বছর। কোন অবস্থাতেই এই মেয়াদ ০২ (দুই) বছরের বেশী হতে পারবে না। দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ হতে এই মেয়াদ গণনা করা হবে।

ধারা-১১ ঃ সংগঠনের বিভিন্ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ক) সাধারণ পরিষদ ঃ

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হবে।

২. কার্যকরী পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা এবং উপদেশ প্রদান করবে।

৩. বাৎসরিক রির্পোট ও বাজেট অনুমোদন করবে।

৪. বিভিন্ন দাতা সংস্থা / সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হলে তা অনুমোদনের বিষয় বিবেচনা করবে।

খ) কার্যকরী পরিষদ ঃ

১. এই পরিষদ সংগঠনের যাবতীয় কাজ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করবে।

২. বাৎসরিক রিপোর্ট, বাজেট ইত্যাদি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করবে।

৩. সংগঠনের অনুমোদিত বাজেট অনুসারে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ–) টাকার উর্ধ্বে যে কোন খরচের অনুমোদন করবে।

৪. সম্পাদক মন্ডলী / কার্যকরী পরিষদের সদস্যাদের মধ্যে কার্য বন্টন, কার্যতদারিক, উপ-পরিষদ গঠন, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সদস্যার সমাধান করবে।

৫. বিভিন্ন প্রকার সভা আহবান করবে।

৬. নির্ধারিত সময়ে সভা আহবান, এতে যোগদান এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদের সদস্যাদের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করা হবে।

জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার
কক্সবাজার

সভাপতি ঃ সভাপতি সংস্থার প্রধান নির্বাহী এবং তিনি পদাধিকার বলে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় সভাপতিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সভা আহবানের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদিকাকে অনুমতি প্রদান করবেন এবং সভায় শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। যে কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট হলে সভাপতি অতিরিক্ত একটি ভোট যে কোন পক্ষে প্রদান করতে পারবেন। স্থানীয় এবং জাতীয় অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে সভাপতি পদাধিকার বলে সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী তাৎক্ষনিক জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত খরচের অনুমোদন দিতে পারবেন। সকল প্রকার পত্র যোগাযোগ তাহার স্বাক্ষরেই পরিচালিত হবে। কার্যকরী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে সভাপতি উক্ত পদে যোগ্য সদস্যাদের মধ্যে হতে যে কোন একজনকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবেন। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

সহ-সভাপতি ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকবে না।

সাধারণ সম্পাদিকা ঃ সাধারণ সম্পাদিকা সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শ অনুসারে সভা আহবান করবেন। সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তিনি যে কোন খরচের জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বরাদ্দ অনুযায়ী অনুমোদন দিতে পারবেন। বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলীর তদারকি এবং পরামর্শ প্রদান করবেন। রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য যে কোন সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনে আসিলে তাদের পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

কোষাধ্যক্ষা ঃ সংস্থার সদস্যাদের চাঁদা, সঞ্চয় ও বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হিসাব নিকাশ, খাতাপত্র নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করবেন। বাজেট তৈরী ও সাধারণ সভায় তাহা পেশ করবেন। সকল প্রকার অনুমোদিত ভাউচারের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ করবেন। বাৎসরিক অডিট হিসাব নিরীক্ষার সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের জন্য তৈরী করবেন।

গ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

১. সংগঠনের যাবতীয় উন্নয়নমূলক ও সৎ কার্যে পরামর্শ দান করবেন।
২. বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
৩. যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে উপদেষ্টা পরিষদের মতামত নিতে হবে।

ধারা- ১২ ঃ সভার শ্রেণী বিভাগ ঃ

সংগঠনের ০৫ (পাঁচ) প্রকার সভার ব্যবস্থা থাকবে।

ক) সাধারণ পরিষদের সভা ঃ এই সভা বছরে অন্ততঃ এক বার অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা এই সভা আহব্বান করবেন। সভার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ পূর্বক ০৭ (সাত) দিন পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তিটি সদস্যাদের নিকট পৌঁছাতে হবে। মোট সদস্যার (দুই তৃতীয়াংশ) অংশের উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের সভা ঃ সংগঠনের সভাপতির অনুমোদনক্রমে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ সাধারণ সম্পাদিকা এই সভার আহবান করবেন। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার এই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও দুই-তৃতীয়াংশ কার্যকরী কমিটির সদস্যার উপস্থিতিতে এই সভার কোরাম হবে। এই পরিষদ সংগঠন পরিচালনার জন্য যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

গ) জরুরী সভা ঃ জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা জরুরী সাধারণ পরিষদের সভা তিন দিনের বিজ্ঞপ্তিতে এবং জরুরী কার্যকরী পরিষদের সভা চব্বিশ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে আহবান করতে পারেন। সাধারণ পরিষদের জরুরী সভায় সাধারণ সদস্যা দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

অনুমোদিত
১৪.০৭.১৭
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।

ঘ) **মূলতবী সভা ঃ** কোরামের অভাবে সভা পরিচালনা করা সম্ভব না হলে পরবর্তী সপ্তাহের একই বার, সময় ও স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মূলতবী সভার কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা-১৩ ঃ সাধারণ সভা আহবান ও নোটিশের মেয়াদ ঃ

বিভিন্ন সভা ও নোটিশের মেয়াদ হবে নিম্নরূপ ঃ

ক) সাধারণ পরিষদের সভা ঃ সভাপতির অনুমতিক্রমে সাধারণ সম্পাদিকা ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ এই সভা আহবান করবেন। অর্থাৎ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে সকল সদস্যাকে অবহিত করতে হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের সভা ঃ ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে সাধারণ সম্পাদিকা এই সভা আহবান করবেন।

গ) জরুরী সভা ঃ বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদিকা সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে ৩ দিনের বিজ্ঞপ্তি এবং কার্যকরী পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে সভা আহবান করবেন।

ঘ) মূলতবী সভা ঃ এই সভার জন্য পৃথকভাবে কোন বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন নাই। মূলতবী সভা যে দিন যে সময়ে এবং যে স্থানে অনুষ্ঠানের কথা ছিল তা পরবর্তী সপ্তাহের সেই দিন ও সময়ে এবং একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা- ১৪ ঃ সভার কোরাম ঃ

বিভিন্ন সভার কোরাম নিম্নরূপ ঃ

ক) সাধারণ সভা ঃ সাধারণ সদস্যাদের মোট সদস্যা ন্যুনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের সভা ঃ কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্যা সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

গ) জরুরী সভা ঃ এই সভা সাধারণ পরিষদের জন্য আহুত বলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে এবং কার্যকরী পরিষদের জন্য আহুত হলে দুই-তৃতীয়াংশ অধিক সদস্যার উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

ঘ) মূলতবী সভা ঃ মূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা- ১৫ ঃ নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন কমিশন গঠন ঃ

১. কার্যকরী পরিষদের নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার ৯০দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভায় পরবর্তী কার্যকর পরিষদ গঠন সংক্রান্ত আলোচনায় মিলিত হবে। সাধারণ পরিষদের সভায় পরিষদ গঠনে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি না হলে বা একই পদে একাধিক সদস্যা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাবে না।

২. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্যকরী পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হলে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে।

৩. সংগঠনের এমন সদস্যা যিনি নির্বাচনে অংশগ্রহন করবেন না অথবা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য/সদস্যা অথবা স্থানীয় কোন বিশেষ গন্যমান্য ভদ্র মহিলা অথবা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/শহর সমাজ সেবা কার্যালয়ের কর্মকর্তা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি প্রয়োজনবোধে ২ (দুই) জন উপ-নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে পারবেন। তবে উল্লেখ্য যে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনার এবং ২ (দুই) জন উপ-নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত হবেন।

৪. নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এর বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলবে না।

৫. নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সদস্যাপদ গ্রহণ না করলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

৬. বৈধ ভোটার তালিকা নির্বাচনের ২১ (একুশ) দিন পূর্বে প্রকাশ করতে হবে।

৭. কোন প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না এবং প্রত্যেক সদস্যা প্রতিটি পদের জন্য একটি মাত্র ভোটের অধিকারীনি হবেন।

৮. সংগঠনের মোট সদস্যাদের ১/২ অংশের অংশগ্রহণ ব্যাতীত নির্বাচন বৈধ হবে না।

৯. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে অন্যান্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করবেন।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।

ধারা- ১৬ ঃ আয়ের উৎস ও অর্থ খরচের বিধি ঃ

সদস্যাদের চাঁদা, ভর্তি ফি, সঞ্চয় সরকারী ও বেসরকারী অনুদান, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ইত্যাদি হতে আয়ের মাধ্যমে সংগঠনের তহবিল গঠিত হবে। সকল প্রকার অর্থ গ্রহণের সময় উপর্যুক্ত রশিদ প্রদান করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেকর্ডপত্র লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। অনুমোদিত বাজেট অনুসারে সাধারণ সম্পাদিকা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত খরচের ভাউচার অনুমোদন করবে। বাজেট বহির্ভূত কোন খরচ করতে হলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিতে হবে। প্রয়োজনে বাজেট সংশোধন করা যাবে। সংশোধিত বাজেট সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা- ১৭ ঃ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ

ক) সংগঠনের তহবিল যে কোন সিডিউল ব্যাংকে জমা রাখিতে হবে। কোন অবস্থাতেই ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার–) টাকার অধিক নগদ অর্থ হাতে রাখা যাবে না।

খ) ব্যাংক হিসাব সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদিকা অথবা কোষাধ্যক্ষা যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। সভানেত্রীর স্বাক্ষর ব্যতীত কোন চেক বৈধ হবে না।

ধারা- ১৮ ঃ হিসাব নিরীক্ষা ঃ

ক) রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি অথবা রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অডিট অথবা অডিট ফার্ম কর্তৃক সংগঠনের বাৎসরিক নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট) প্রদান করবেন।

খ) প্রতি বছর একবার সংগঠনের বাৎসরিক অডিট সম্পন্ন করতে হবে।

গ) আর্থিক বছর শেষ হবার পর এক মাসের মধ্যে কার্যকরী পরিষদ অডিটের জন্য যাবতীয় রেকর্ডপত্র চূড়ান্ত করবেন।

ঘ) অডিট অফিসার চাইলে কার্যকরী পরিষদ অডিট চলাকালীন সময় সংগঠনের দেনা ও পাওনাদারদের উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ঙ) অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষার জন্য কার্যকরী পরিষদের সদস্যাদের দায়িত্ব পালন করা যাবে। তারা নিয়মিত সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা করবেন। অডিট অফিসার কর্তৃক কোন অনিয়মের আপত্তি উত্থাপিত হলে কার্যকরী পরিষদকে তাহার জবাবদিহি করতে হবে। যে কোন অনিয়মের জন্য কার্যকরী পরিষদই দায়ী থাকবে।

ধারা- ১৯ ঃ জনবল নিয়োগ ঃ

সরকারী/বেসরকারী/আধা-সরকারী অথবা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা (এনজিও) এর অর্থানুকূল্যে সংগঠনের মাধ্যমে বিশেষ কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত / পরিচালিত হলে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে যোগ্য জনবল নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার থাকবে। এ বিষয়ে কার্যকরী পরিষদ এবং রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃক যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদের যোগ্য আগ্রহী সদস্যাদের মধ্যে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা হলে তারা সম্মানী ভাতা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা- ২০ ঃ দেশী/বিদেশী প্রশিক্ষণ ঃ

সংগঠনের যে কোন সদস্যা যোগ্যতা অনুযায়ী দেশী/বিদেশী সরকারী/ বেসরকারী দাতা সংস্থার আমন্ত্রণে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কার্যকরী পরিষদ এ বিষয়ে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান করবেন।

ধারা- ২১ ঃ গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও সংশোধন ঃ

যদি কোন সময়ে কোন প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা বা সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয় তখন সাধারণ পরিষদ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে এই মর্মে

জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।

রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। গৃহীত সংশোধনী বা পরিবর্তন রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কার্যকরী হবে।

ধারা- ২২ ঃ স্থানীয় ও জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমূহের সহিত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র ঃ

মহিলা উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিক যে কোন অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন / দাতা সংস্থার সাথে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করা যাবে।

ধারা- ২৩ ঃ সংগঠনের বিলুপ্তি সংক্রান্ত বিধি ঃ

যদি কোন সময়ে কোন কারণে সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তখন সংগঠনের সাধারণ সদস্যার দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে দরখাস্ত করতে হবে। রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ এ বিষয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সংগঠন কোন রাষ্ট্র/সমাজ বিরোধী কার্যক্রম করলে রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কোন কারন দর্শন ব্যতিরেকে রেজিষ্ট্রেন বাতিল করতে পারবে। এতে কোন আপিল করা যাবেনা, করিলেও তা গ্রহনযোগ্য হবেনা। প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য মেশিন পত্র যন্ত্রপাতি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সরকারী অথবা বেসরকারী অনুদান প্রাপ্ত তাহা সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনকৃত স্থানীয় অন্য যে কোন স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা যাবে।

- সমাপ্ত -

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
কক্সবাজার।